মেহেরপুর সরকারি কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

প্রবাহ-মেহেরপুর অ্যাডভান্সমেন্ট এলায়েন্সের আয়োজনে মেহেরপুর সরকার কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মেলন কক্ষে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারী কলেজর অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ড. এস এম আতিয়ার রহমান।

এছাড়াও এসময় মেহেরপুর সরকারি কলেজের প্রভাষক মিলন মন্ডল, সানজিদা ফেরদৌস, নাহিদ রেজাসহ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (স.) উদযাপন

মেহেরপুরে জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন।

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সিনিয়র শিক্ষক সিরাজ উদ্দিন, রাজনগর দাখিল মাদ্রাসা সহকারী শিক্ষক কাজী রুহুল আমীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামীক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মোঃ আমানুল্লাহ।

এসময় জেলা মডেল মসজিদের ইমাম মুফতি মোঃ সাদিকুর রহমান, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আবু রায়হান, মাস্টার ট্রেইনার মাওঃ মোঃ আঃ হামিদ, ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহীদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে নার্সদের পতাকা মিছিল ও মানববন্ধন

মেহেরপুর গাংনীতে শিক্ষিত নার্স চাই দাবীতে মানববন্ধন ও পতাকা মিছিল করেছে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফারি নার্সগণ।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় সময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে মানববন্ধন ও পতাকা মিছিল করেন তারা।

মানববন্ধনে নেতৃত্বদেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্সিং সুপারভাইজার মোছাম্মত আমেনা খাতুন। এসয় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র স্টাফ নার্স সাইদা মরিয়ম, রাফিজা খাতুন, শাহিনা খাতুন, সুমিয়ারা।

বক্তরা বলেন,বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মাকসুদা নুর নার্সদের নিয়ে কুটুক্তি করেন। ওই কর্মকর্তার বিচারের দাবীতে প্রতিবাদ ও মানববন্ধন ও পতাকা মিছিল আয়োজন করেছি।

এ ছাড়াও মানববন্ধনে গাংনীর সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহন করেন।

মেহেরপুরে অতি বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

মেহেরপুর জেলার ওপর দিয়ে টানা চারদিনের অবিরাম বৃষ্টিতে মাঠের উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মরিচসহ বিভিন্ন সবজি আউশ ধান বিনষ্টের পাশাপাশি অনেক নিচু এলাকার আমনধান পানিতে তলিয়ে গেছে। ভেসে গেছে পুকুর ও মাছের ঘের। ক্ষয়ক্ষতি নিরপনে মাঠে কাজ করছে কৃষি অফিস।

গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ঝড়ো হাওয়া ও ভারি বৃষ্টি। এতে আউশধান পানিতে তলিয়ে গেছে ও মাটিতে নেতিয়ে পড়েছে। একই অবস্থা মরিচ,লাউ,চিচিংগা, ঢেড়শ,মিস্টি কুমড়া,বাঁধাকপি, ফুলকপির ক্ষেতসহ বিভিন্ন সবজি ক্ষেতের। কৃষকরা বলছেন, বেশ কয়েক বছর পর অতি বৃষ্টিতে ফসলের ব্যপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষকরা মোটা অংকের টাকা লোকসানে পড়বে।

জেলায় আবহাওয়া অফিস না থাকায় আগাম প্রস্ততি নিতে না পারাই বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবে ক্ষয়ক্ষতি নিরপনে কৃষি অফিস কাজ করছে।

শুক্রবার বিকেল থেকে শুরু হয় বৃষ্টি আর মাঝারি ঝড়। গতকাল সোমবার(১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল পর্যন্ত একইভাবে তা অব্যাহত রয়েছে।

সরেজমিনে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন মাঠ ঘুরে দেখা গেছে,পানির নিচে তলিয়ে গেছে নিচু এলাকার জমির ফসল। অন্যদিকে সবজি ক্ষেতে পানি জমে থাকায় গাছ মরতে শুরু করেছে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে মরিচ ক্ষেত। আউস মৌসুমের ধান কাটতে যাদের বাকি ছিল তারাও পড়েছেন চরম বিপাকে। এছাড়াও লিচু এলাকার আমন ধান তলিয়ে গেছে প্রানির নিচে। পানির নিচে তলিয়ে গেছে সবজি ক্ষেত,বাঁধাকপি,ফুলকপি,লাউ,চিচিংগা ও ঢেঁড়সের মাঠ।

জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী জেলায় চলতি সময়ে ২ হাজার ২১৫ হেক্টর জমিতে আউশ,২ হাজার ৬৬০ হেক্টর আমনধান, ৪ হাজার ৫৪৫ হেক্টর মরিচ এবং ৪ হাজার ২৩০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন সবজির আবাদ হয়েছে। যা

জেলার সারা বছরের চাহিদা পুরুন করে দেশের বিভিন্ন জেলার চাহিদা পুরুন করে এবং তা বিক্রি করে সংসার খরচ চলে কৃষকদের।

এদিকে ঝড়ো হাওয়া ও ভারি বৃষ্টিতে ক্ষতির পরিমাণ করছে জেলা কৃষি বিভাগ। তথ্য বলছে, শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার হেক্টর জমির আমনধান, ১৫০০ হেক্টর আউশধান, ৪৫০ হেক্টর জমির মরিচ আবাদ এবং ৮০০ হেক্টর জমির সবজি পানিতে তলিয়ে গেছে। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

কৃষকরা জানান,দীর্ঘ কয়েক বছর অনাবৃষ্টির এই জেলায় আকস্মিক প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। মেহেরপুর জেলায় আবহাওয়া অফিস না থাকায় বৃষ্টিপাত বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোন সংবাদ জানতে পারিনি। দুর্যোগের আগাম সংবাদ পেলে প্রস্ততি নেয়া যেত।

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মরিচ চাষি মতলেব হোসেন বলেন, দুই বিঘা ৫ কাঠা জমিতে মরিচ লাগিয়েছি দেড়মাস আগে। প্রতিটি গাছে ফুল ধরেছে। কিছু গাছে মরিচ ধরেছে। বাতাস ও ভারি বৃষ্টিতে মরিচ গাছ নেতিয়ে পড়েছে। অনেক মরিচ গাছ মরতে শুরু করেছে।

কৃষক ছাইদুল ইসলাম বলেন, দেড়বিঘা জমিতে লাউ আবাদ করেছি। চারদিনের বৃষ্টির পানিতে লাউয়ের মাচা পর্যন্ত পানি উঠেছে। এভাবে পানিতে জমি ডুবে থাকলে লাউগাছ মরে যাবে।

সদরের মদনাডাংগা গ্রামের কৃষক কোরবান আলি জানান, দুই বিঘা জমির আউশধান কেটে মাঠে বিচালি শুকানোর জন্য জমিতে ফেলে রাখা হয়েছিল। পুরো জমির ধান পানিতে ভাসছে। ধানে চারা গজিয়ে পড়েছে। দুই বিঘা জমিতে অন্তত ৩৫ থেকে ৪০ মন ধান ঘরে উঠতো।

গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের কৃষক রহমতুল্লা বলেন, মেহেরপুর জেলায় আমাদের মত হাজারও কৃষক আছে। যারা শুধুমাত্র সবজি চাষ করে। কিন্তু মেহেরপুর জেলায় তেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকায় সবজির চাষ করে লাভবান হই। অথচ হঠাৎ এই দুর্যোগের কারনে সব সবজি পানির নিচে। আমার এক বিঘা জমির আগাম জাতের বাঁধাকপির জমিতে পানি জমে থাকায় মরে যাচ্ছে।

ভাটপাড়া গ্রামের মরিচ চাষি আব্দুল আলীম বলেন, ঝড়ো হাওয়ায় মরিচের গাছ পড়ে গেছে। বৃষ্টির পানিতে ডুবে গেছে মরিচের গাছ।
ধানচাষি রহিদুল ইসলাম বলেন,আউশধান লাগিয়েছি দেড়বিঘা। ধান পেকে

গেছে। দুএকদিনের মধ্যেই ধান কাটামাড়াই করে ঘরে তুলতাম। জমিতে গিয়ে দেখি শুধুই পানি। দুএকদিনের মধ্যেই ধানে চারা গজিয়ে যাবে। এধান ঘরে তুলতে না পারলে সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পড়বে।

এদিকে টানা বৃষ্টিতে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে জনজীবন।

কখনো হালকা বৃষ্টি আবার কখনো ভারী বৃষ্টিপাতের কবলে পড়েছে মেহেরপুর জেলা। এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শ্রমজীবী এবং কর্মজীবী মানুষ ঘর থেকে বের হলেও যানবাহন না পেয়ে বিপাকে পড়ছেন। অন্যদিকে বৃষ্টির মধ্যে ছোট ছোট যানবাহন নিওয় বের হলেও যাত্রী পাচ্ছেন না এর চালকরা। এতে অলস সময় পার করছেন তারা।

এদিকে জরুরি প্রয়োজনে ঘর থেকে মানুষ বের হলেও পাচ্ছেন না কাঙ্খিত সেবা। অব্যাহত বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট হয়ে পড়েছে ফাঁকা। ব্যবসা-বাণিজ্য সহ সব কাজেই বিরূপ প্রভাব পড়েছে। কার্যত অচল অবস্থা বিরাজ করছে জনজীবনে।

বঙ্গোপসাগরের গভীর স্থল নিম্নচাপ এবং মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মেহেরপুর জেলাসহ খুলনা বিভাগের সব জেলায় বৃষ্টিপাত ও ঝড় হচ্ছে বলে জানায় চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস। চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম জানান, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর অঞ্চলে গতকাল সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ১০৮ মিলিমিটার এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার।

মেহেরপুর কৃষিসমপ্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিজয় কৃঞ হালদার বলেন, মেহেরপুর জেলা একটি কৃষি নির্ভয় জেলা। এজেলায় প্রাকৃৃতিক কোন দুর্যোগ নেই। জেলায় প্রচুর সবজি,ফল,ধান ও মরিচ হয়। গত শুক্রবার থেকে একটানা বর্ষণ ও ঝড়োহাওয়া বইছে। এতে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষ করে উঠতি ফসলের ক্ষতি হয়েছে বেশি। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরপনে কৃষি বিভাগ কাজ করছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক ভাবে একবার ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে। আবারও মাঠ পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নিরপন করার কাজ অব্যাহত রয়েছে। তবে সবজির জমি থেকে দ্রত পানি নিষ্কাশন করা এবং পচনরোধক স্প্রে করতে কৃষকদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর পৌর জামায়াতের উদ্যোগে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর পৌর জামায়াতের উদ্যোগে মডেল মসজিদ সিরাতুল ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

আজ সোমবার (১৬ই সেপ্টেম্বর) রাত ৭ টার সময় মেহেরপুর পৌর জামায়াতের উদ্যোগে মডেল মসজিদ সিরাতুল ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, পৌর সেক্রেটারি, মনিরুজ্জামান, জেলা মডেল মসজিদ ইমাম সাদিকুর রহমানসহ জামায়াতের নেতাকর্মীগন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সোমবার (১৬ই সেপ্টেম্ব সকাল সাড়ে ১১ টার সময় পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক শামীম হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রনি আলম নুর, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)গাজী মূয়ীদুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীম, জেলা নাজির মোঃ আফতাব উদ্দিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আমানুল্লাহ আমান।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে কোরআন তেলাওয়াত করেন জেলা মডেল মসজিদের ইমাম সাদিকুর রহমান।

পরে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে ও দোয়া মাহফিল মোনাজাত করেন কোট মসজিদে ইমাম জুবায়ের হাসান।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ ঢাকায় গ্রেফতার

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ফরহাদ হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। শনিবার (১৪ সেপ্টম্বর) রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। র্যাবের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। র্যাব জানিয়েছে, গত ০৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন’কে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র‍◌্যাব।
ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে তিনি এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। এ নির্বাচনে তিনি মেহেরপুর-১ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে এ নির্বাচনে অংশ নেন ফরহাদ হোসেন। ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি তৎকালীন কুষ্টিয়া-৫ ও

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।
মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ২০২২ সালে ছহিউদ্দিনকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ফরহাদ হোসেন খুলনা বিএল কলেজ, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স অধ্যয়ন করেন। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি।
২০১৪ সালে একতরফা নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে রাতের ভোটে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও (যে নির্বাচনকে ডামি নির্বাচন বলে উল্লেখ করা হয়) তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন।
মেহেরপুরেও তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে ইউপি চেয়ারম্যান অপসারণ প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার ১ নম্বর কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজার অপসারণ প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপির একাংশ।

আজ শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১ টার দিকে জেলা বিএনপি’র বড় বাজার অফিসে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেননের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত ১৮ তারিখে কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজার অপসারণের দাবীতে ইউনিয়নের সংক্ষুব্ধ জনগন চেয়ারম্যান সেলিমের রুমে তালাবদ্ধ করে।

মেহেরপুরের উপজেলা ও জেলা প্রশাসনকে বিষয়টি অবগত করা হলেও মেহেরপুর জেলা বিএনপির একটি পক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দীর্ঘদিন সময় ক্ষেপন করেও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি।

এমতাবস্থায় কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শহিদুল আলম, জেলা বিএনপির মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক রায়হানুল কবির, জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলি ভূট্টো, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি শামীম ও সাধারণ সম্পাদক গ্যাস বাবুসহ আওয়ামী লীগের অবৈধ চেয়ারম্যানের রুমের তালা ভেঙ্গে চেয়ারম্যান সেলিমকে তার কর্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ করে দেয় এবং বিএনপি’র আওয়ামী পন্থী দালাল নেতারা মিস্টি বিতরন করে।

তিনি আরো বলেন, আমরা জেলা বিএনপি’র নেতাকর্মী যারা ১/১১ পরবর্তী বিএনপি’র সংস্কারপন্থী দালালদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে আসছি তারাই এখানে উপস্থিত আছি। গত ১৫ বছর আওয়ামী অত্যাচারে দেশের বিএনপি সহ সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা জীবন বাজি রেখে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে আসছি। গত ৫ই আগষ্ট ছাত্র জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে হাসিনার পতন হয়েছে। কিন্তু মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বেশ কিছু দালাল নেতারা আওয়ামী লীগ কে রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। তারই ফলস্বরুপ এই ঘটনা কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে স্বপদে বসিয়ে দেয়।

আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এই ঘটনায় জড়িতদের বিএনপি থেকে বহিস্কার এর জোরদাবী জানাচ্ছি।

এসময় জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম লাল, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব ও জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানিসহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিএনপি নেতার দোকানের সামনে বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও

কাফনের কাপড় রেখে প্রাণনাশের হুমকি

গাংনীর গোপালনগর গ্রামের বিএনপি নেতার দোকানের সামনে থেকে দুইটি বোমা সদৃশ্য বস্তু, কাফনের কাপড়ের টুকরো ও প্রাণনাশের হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে গাংনী উপজেলার গোপালনগর গ্রামের বটতলা মোড় থেকে থানা পুলিশ এগুলো উদ্ধার করে।

জানা গেছে, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামের মুদি দোকানের সামনে একটি বাজারকরা ব্যাগের মধ্যে দুটি বোমা, কাফনের কাপড়ের টুকরো ও একটি চিরকুট রেখে যায় দূর্বৃত্তরা। হাতে লেখা চিরকুটে বিএনপি নেতা রবিউল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে লেখা ‘ ‘রবিল/মরার জন, তৌরি হয়। বোমা ও কাপন, পাঠালাম।‘‘ নিচে তিনটি দাগের মধ্যে দুই বার ‘লাল’ ‘লাল’ লেখা রয়েছে।

সকালে পাশের চা দোকানী আরশাদ আলী প্রথমে এগুলো দেখতে পান। পরে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে গাংনী থানার এসআই শিমুল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এগুলো উদ্ধার করেন।

স্থানীয়রা জানান, আরশাদ আলীর দোকানের পাশেই রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামের মুদি দোকান।

এব্যাপারে গাংনীর রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম বলেন, সম্প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন করা নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে দ্বন্দের জেরে এগুলো রাখা হতে পারে।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পলিশ পাঠিয়ে বোমা সাদৃশ্য বস্তু দুটি পানিতে চুবিয়ে নিষ্ক্রিয় করে থানায় নেওয়া হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের উদ্যোগে ২৫০ শয্যা হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬ টার সময় মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজউদ্দীন খানের নেতৃত্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার জমির মোহাম্মদ হাসিব।

এছাড়াও এসময় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আর এম ও ডাঃ জাহিদ বিশ্বাস, জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুব উল আলম, জামায়াতে জেলা সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম, পৌর আমীর ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক পৌর কমিশনার সোহেল রানা (ডলার), পৌর সেক্রেটারি মোঃ মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

এসময় উপজেলা জামায়াতের বিভিন্ন ইউনিট থেকে আশা নেতাকর্মীরা ও ছাত্র শিবিরের দায়িত্বশীলরা এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণ করেন।